একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, তেমনি তাহার পা দুখানিকেও বুঝিতে হইবে। যে মরণধর্ম্মী-মনুষ্য ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু লাভ করে না, সেই মানুষকে জীবন্মৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সে মানুষ শ্রীবিষ্ণুচরণে সংলগ্ন শ্রীতুলসীর সুগন্ধানুভব করে নাই, সেইব্যক্তি মৃততুল্য ; অর্থাৎ মৃতই আছে, শ্বাস বহিতেছে মাত্র। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ্যাস্তৎপদলগ্নায়াঃ।
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রেজলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ৪০ ॥

"শ্রীবিষ্ণু পদ্যাঃ"—শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সংলগ্না শ্রীতুলসীর যে হৃদয় শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারাও বিকৃত হয় না অর্থাৎ ভাববিগলিত না হয়, সেই হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন বুঝিতে হইবে। শ্রীনাম শ্রবণকীর্ত্তনে হৃদয় ভাববিগলিত হইল কিনা, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? তাহারই পরিচয় দিবার জন্য বলিতেছেন—যখন হৃদয়খানি ভাববিগলিত হইবে, তখন অল্প-বিগলিত হইলে অঙ্গে পুলকোদ্গম হইবে, আর অধিক বিগলিত হইলে নেত্রে অশ্রুবিন্দু রহিবে। তখনই বুঝা যাইবে, সে হৃদয় ভাববিগলিত হইয়াছে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪০ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়ালক্ষণমপ্যেতদিতি যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতি ইত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ী-করিষ্যতে, সা বাগ্‌ যয়াতস্য গুণান্ গৃহ্ণীত ইত্যাদিভ্যাম্। তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভা-ধ্যায়ত্রয়াভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেবলব্ধা। টীকা চ—তত্র তু প্রথমোঽধ্যায়ে কীর্ত্তনশ্রবণা-দিভিঃ। স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে ; দ্বিতীয়েতু ততঃ স্থূলধারণাতো জিতং মনঃ। সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে। তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃন্বতোমুনেঃ। ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্ম্মশ্রবণাদর ঈর্য্যত ইত্যেষা ॥ ২ ॥ ৩ ॥ শ্রীশৌণকঃ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥

শ্রীব্রহ্ম নারদ সংবাদেঽপি—
সম্যক্‌কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে॥ ৪১ ॥

অশ্মসারং—পাষাণের মত সার অর্থাৎ বল বা কাঠিন্য যে হৃদয়ে, তাহার নাম "অশ্মসার।" চিত্তবিকারের লক্ষণও এইটিই। যখন হৃদয় বিকার প্রাপ্ত হইবে, তখন নেত্রে ও অঙ্গে জল এবং পুলক হইয়া থাকে। যেমন শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে ইন্দ্রিয়গণের ভক্তি-অনুষ্ঠানে সাফল্য বর্ণন করিলেন ; অর্থাৎ জীবনধারণের মুখ্য সাফল্য শ্রীভগবদ্ভজনে, কর্ণের সাফল্য